OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 394 – 402
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

# ঔপনিবেশিক বাংলার নারী পত্রিকায় নৃতাত্ত্বিক রচনা : বৌদ্ধিক-পরিসরের একটি লিঙ্গগত পাঠ

দেবজ্যোতি রায়
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : roydebjyoti95@gmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*Bengali Women's Journal, Women's Education, History of Readings, Anthropological Writings, Patriarchal Norms, Women's Writings, Gender Aspects, Social & Cultural History.*

***Abstract***
*In the social landscape of nineteenth-century colonial Bengal, the nationalist-reformist discourses that existed as a dominant form within Bengali societies. Within this milieu, Hindu women of the upper and middle classes encountered numerous social barriers. Their education was confined to domestic spheres, where they were groomed to embody the ideals of "Perfect Wife" or "Ideal Mother" through instructional materials found in Bengali women's periodicals. This observation is a recurring theme in various historical discourses. But women's journals not only offered guidance on ideal homemaking, child rearing and domestic chores but also provided some readings that offered women a reprieve from the overwhelming pressures of their patriarchal domestic duties. One example of such readings includes anthropological writings penned by women and featured in various women's journals. Anthropology, the study of human societies, cultures and their evolution, was initially introduced in India by British colonial administrators. However, in Bengal, its practice began early through the publication of various mainstream journals by educated Bengali bhadralok. Women's journals, akin to mainstream journals, began featuring diverse writings on societies and cultures of foreign nations authored by women. Given this fact, this article is to seek answers to the following two questions: Firstly, beyond the thrill of reading, how the anthropological writings published in the women's journal expanded the horizon of knowledge of women of the first decade of the twentieth century. Moreover, how the anthropological writings of the women writers about the conditions of women of different cultures reflected their own shares of gendered struggle vis-à-vis the overarching presence of male in every arena of society. This present study will argue that these writings, mainly anthropological in nature, and mostly written by women created a gender consciousness in the public intellectual space and shaped the women's struggle to build up a self-identity for themselves.*

*The exploration of the aforementioned issues primarily focuses on three women's journals: Bamabodhini, edited by Shri Umeschandra Dutta, Antapur,*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*edited by Smt. Hemantakumari Devi and Mahila, edited by Shri Girishchandra Dutta. Additionally, certain articles from Prabashi and Navya-Bharat journals have been incorporated to further enrich the discourse.*

**Discussion**

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক বাংলা নারীকেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কারের সাক্ষী হয়েছিল। সে সময় জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হয়ে উঠেছিল বাঙালি ভদ্রলোক পরিবারের নারীদের মধ্যে আলোকসম্প্রাত ঘটানো; গৃহজীবনের বিভিন্ন কার্যাবলী, নারীসুলভ গুণাবলী ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে। অর্থাৎ নারীরা যাতে আদর্শ গৃহিণী হয়ে উঠতে পারে, স্বাস্থ্যকর সন্তান পালন করতে পারে ইত্যাদি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুসভ্যকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার মূলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এবং সংস্কারসম্পন্ন ভদ্রলোকেরা নারীদের জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার ওপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যেখানে প্রগতিশীল পিতা, স্বামী কিংবা দাদা তাদের কন্যা, স্ত্রী কিংবা ভগিনীদের গৃহ পরিসরের মধ্যেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১] এই উদ্দেশ্য নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিল। এবং সেই পত্রিকাগুলি পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের দ্বারাও পরিচালিত হত, যা নারীদের মনের ভাব প্রকাশের বৃহৎ স্থান প্রদান করেছিল। এ সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে লেখক-লেখিকা ও তাদের পাঠিকারা একত্রে একটি বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করেছিল বলা যায়।[২] তবে আদর্শ সুগৃহিণী, সন্তান পালন, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজের শিক্ষা ও উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি নারী পত্রিকাগুলিতে এমন কিছু পাঠ্যবিষয়েরও অন্তর্ভুক্তি দেখা গিয়েছিল- যা পাঠে, নারীদের পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের মাত্রাতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্তির স্বাদ এনেছিল। সেরকমই একটি পাঠ্যবিষয় হল নারী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত নারীদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক রচনা।

নৃতত্ত্ব হল মানব সমাজ, সংস্কৃতি ও তাদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত অধ্যয়ন। ভারতবর্ষে প্রথমে ইংরেজ প্রশাসকদের মাধ্যমেই এই জনজাতির জীবনচর্চার সূত্রপাত হলেও,[৩] বাংলায় প্রাথমিক অবস্থায় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল বাংলায় প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই। বাঙালী লেখক-লেখিকারাও ইংরেজী গ্রন্থ, গবেষণাপত্রের সাথে বাংলা সাময়িকপত্রেও লিখতে শুরু করেছিলেন। উনিশ শতক থেকেই এই সুস্থ প্রবণতা বিংশ শতকে আরও ব্যপ্ত হয়। নারী পত্রিকাগুলিও ব্যতিক্রমী ছিল না। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নারী পত্রিকাগুলিতেও দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন জনজাতি বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক লেখা পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বজায় ছিল যা আরও প্রসারিত হয় অন্তঃপুরের পরিসরেও। মূলধারার পত্রপত্রিকার ন্যায় নারী পত্রিকাগুলিতেও নারীদের দ্বারা রচিত ভিন দেশীয় জন-জাতির সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন লেখালেখি প্রকাশিত হতে থাকে। নারী পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বিবরণ কীভাবে পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের সাথে তাদের জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করেছিল, সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় নৃতাত্ত্বিক বিবরণী রচনায় যে পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্যতা লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রেক্ষাপটে বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় প্রকাশিত বিভিন্ন নারী পত্রিকায় নারীদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক রচনা কীভাবে সেই প্রাধান্যপূর্ণ পুরুষ প্রতর্কে প্রবেশ করে ভিনদেশীয় জন-জাতির নারী, তথা তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরে পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের প্রতি উপলব্ধি নির্মাণ তথা আত্ম-পরিচিতি নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছিল নারী পাঠকদের মধ্যে - তাই মূলত আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এবং উপরিউক্ত বিষয়গুলি অনুসন্ধানের জন্যে মূলত ৩টি নারী পত্রিকা যথা - শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী সম্পাদিত অন্তঃপুর পত্রিকা ও শ্রী গিরিশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত মহিলা পত্রিকাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে আলোচনাকে অগ্রসর করার জন্যে প্রবাসী ও নব্যভারত পত্রিকারও কিছু লেখাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

**পত্র-পত্রিকায় নৃতাত্ত্বিক রচনা ও পুরুষ লেখকদের আধিপত্য :**

জনজাতির ইতিহাস লিখনের যে ধারা অগ্রগতি লাভ করেছিল, তার দরুণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বাংলা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও সেই নৃতাত্ত্বিক বিষয়ক লেখালেখির প্রকাশ বিস্তৃত হতে থাকে। বিংশ শতকে বাংলা ভাষায় নৃতত্ত্ব চর্চা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। জনজাতিদের জীবন, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোচনা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি বাংলা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসব নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রবন্ধ যারা লেখালেখি করতেন, তাদের মধ্যে যেমন অনেক পেশাদার নৃতাত্ত্বিক ছিলেন আবার অনেক অপেশাদার নৃতত্ত্ব চর্চাকারীদেরও দেখা গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রদীপ বসু তাঁর গ্রন্থে বলছেন, বিংশ শতকে বাংলা ভাষায় নৃতত্ত্বচর্চায় আমরা একদিকে দেখছি পেশাদার বিশেষজ্ঞ নৃতাত্ত্বিকদের, যারা বাংলা ভাষায় লিখেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যেমন - শরৎচন্দ্র রায় (১৮৭১-১৯৪২), বিরজা শঙ্কর গুহ (১৮৯৪-১৯৬১), নির্মল কুমার বসু (১৯০১-১৯৭২); অন্যদিকে ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী(১৮৮৮-১৯৪৭),মনোবিকলন তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক সরসীলাল সরকার (১৮৭৪-১৯৪৪), ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), ছান্দসিক ঐতিহাসিক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৬-১৯৮৬), বহুভাষাবিদ পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পন্ডিতজনেরা আদিবাসী জীবনের নানাদিক নিয়ে বাংলা পত্রপত্রিকায় চর্চা করেছিলেন। এভাবেই সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবী, সম্পাদক, উপন্যাসিকরাও নিজেদের মতো করে এদের নিয়ে লিখেছিলেন। তবে এই যে অপেশাদার নৃতাত্ত্বিক যাদের প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করেছি, তাদের বিবরণের সাথে পেশাদার নৃতাত্ত্বিকদের বিবরণের খুব যে তফাৎ ছিল এমন কিন্তু নয়। সাধারণভাবে এই বিবরণের একটা ছক ছিল- চেহারা, রঙ, জীবনযাপন, বিবাহ, কাজকর্ম, নাচগান এসবই ছিল বিবরণের প্রধান উপাদান। অবশ্য এই বিবরণের অন্তরালে কিছুটা উহ্য ছিল সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডিসকোর্স বা প্রতর্ক যা এই বিবরণগুলিকে বেঁধে রেখেছিল।[৪]

উদাহরণ হিসেবে শ্রী কেদারনাথ মজুমদারের কথা বলা যায়। তিনি ‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস, ময়মনসিংহের বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল।[৫] ‘নব্যভারত’ পত্রিকায় তাঁর রচনা ‘কুকিদিগের বিবরণ’ এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। রচনার শুরুতেই তিনি বলছেন -

> “বাঙ্গালা পূর্ব প্রান্তে আসাম ও মনিপুর, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যে যে অরণ্যানী সুবিস্তৃত ভূমিখন্ড বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত অরণ্যে কুকিজাতির বাস। এই জাতির স্বভাব অতশয় ভয়ংকর। ইহারা নগ্ন দেহে বিচরণ করে, কোনো কোনো ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ইহাদিগকে ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।”[৬]

তারপরে তিনি কুকিদের শারীরিক বিবরণ, তাদের সামাজিক বর্ণনা, খাদ্যাভাস, তাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের কথা সমস্ত কিছুই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পাশাপাশি কুকিদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনাও নজর এড়ায়নি। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন-

> “কুকিগণ ভয়ংকর শত্রুনির্যাতন প্রয়াসী, শত্রু নির্যাতন মানসে তাহারা শত্রুর গন্তব্য পথের পার্শ্বে অতি গোপনভাবে লুক্কায়িত থাকে। এবং অবসর পাইলেই শত্রুশোণিত ধরাতল অভিষিক্ত করে। ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকাকালে যদি বিষধর সর্পও তাহাদিগকে দংশন করিয়া যায়, শত্রু মস্তকের লাভাশয়ে তাহাও তাহারা নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করে। ইহারা যুদ্ধপ্রিয়, প্রতিহিংসা পরায়ণ, হিংস্র। বন্য পশুর ন্যায় একে অপরকে হিংসা করিয়া থাকে।”[৭]

এতো গেল অপেশাদারী পুরুষ নৃতাত্ত্বিকদের বিবরণ। এরপর যদি আমরা বিংশ শতকে বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পেশাদার নৃতাত্ত্বিক বিবরনীর কথা বলি, তাহলে শরৎচন্দ্র রায় ছিলেন অন্যতম, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতে জনজাতি সম্পর্কে একাধিক নৃতাত্ত্বিক বিবরণী তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রবন্ধ ছিল ‘ছোটোনাগপুরের ওঁরাও জাতি’, যা ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাতেও দেখা যায় শরৎচন্দ্র

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রচলিত কাঠামোকে অনুসরণ করেই ওঁরাওদের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাদের সংখ্যা (একটি জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান), তাদের শারীরিক দক্ষতা, গৃহ, গ্রামের পরিবেশ, খাদ্যাভাস, নারীদের পোশাক, অলংকারের বৈশিষ্ট্য, তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।[৮] সুতরাং উপরিউক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে পুরুষ পেশাদার ও অপেশাদার উভয় গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিবরনীতেই সেই একই ধরণের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতর্কের ধাঁচকেই অনুসরণ করা হয়েছিল, যেখানে মূল উদ্দেশ্যই ছিল পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করা।

**নৃতাত্ত্বিক চর্চায় নারীর অনুপস্থিতি ও পুরুষকেন্দ্রিক প্রাধান্য :**

পত্রপত্রিকায় পুরুষ নৃতাত্ত্বিকদের বিবরণ পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারণের কাজ করলেও অদ্ভুতভাবে তাদের লেখায় অন্য সংস্কৃতির নারীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। Susen Carol Rogers তাঁর প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, এথনো গ্রাফাররা বিভিন্ন জনজাতির নারীদের অনির্ণেয় হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরে রাখতেন। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃতত্ত্বে নারীদের ওপর নৃকুলবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যের যথেষ্ট অভাবই দেখা গিয়েছিল। কেননা, ব্রিটিশ ও আমেরিকার নৃকুলবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাগুলিতে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরই বিবেচনা করা হত। এই চিত্র পরিসর থেকে নারীদের সম্পূর্ণভাবে বাইরেই রাখা হত। তাই তিনি বলছেন, ‘Anthropology is study of Man’ এবং যে কাঠামোর মধ্যে থেকে নারীদের প্রত্যক্ষ করা অত্যন্তই সমস্যাজনক। এবং এই অধ্যয়নের ধারণা ব্রিটেনের প্রাধান্যপূর্ণ বুদ্ধিজীবী পরিবেশ এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার রাজনীতি উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিদ্যমান ছিল।[৯] অন্যদিকে Edwin Ardener ও বলছেন, নৃতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন সমাজের নারীদের বোধগম্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেননা তারা তাদের অধ্যয়নে নারীদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতেন না। তারা শুধুমাত্র পুরুষদের সাথেই কথা বলার প্রবণতা দেখাতেন। এবং তাদের নৃতাত্ত্বিক মডেলকে সেসব সমাজের পুরুষ সদস্যদের অংশ নিয়েই নির্মাণ করতেন। এবং নারী ও পুরুষ দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। তাই শুধুমাত্র পুরুষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে নারীদের বিচার করলে হবে না। তাদের জগৎ সম্পর্কে যে ধারণা তা আলাদা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃতাত্ত্বিকরা পুরুষদের মতকেই সমাজের অভিমত হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং নারীদের নিয়ে পর্যবেক্ষণকে এড়িয়ে যাওয়া হত। সেক্ষেত্রেও তাদের তত্ত্বে আদর্শ নারীর চিত্রকেই উপস্থাপিত করা হত। বলা হত, সন্তান জন্ম ও সন্তান পালন ইত্যাদির জন্যে তাদের সময় অনেক কম থাকতো ও তাদের সমাজের জন্যে মডেল নির্মাণে পর্যবেক্ষণকারী নৃতাত্ত্বিকদের সাহায্য করার প্রবৃত্তও অনেক কম ছিল।[১০] এবং এভাবেই বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বিবরণীগুলিতে বিভিন্ন ভিনদেশীয় জনজাতি নারীদের নিয়ে আলোচনায় একটা অনুপস্থিতির প্রতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পুরুষদের দৃষ্টিকোণ দিয়েই নারীদের জীবনকে বর্ণনা করা হতে থাকে। ঔপনিবেশিক বাংলার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পুরুষ পেশাদার ও অপেশাদার নৃতাত্ত্বিকদের বিবরণীগুলিতেও আমরা সেই চিত্রের প্রতিফলন হতে দেখি।

**নারী লেখনীতে নৃতাত্ত্বিক রচনা :**

বিংশ শতকের প্রথম দশকে নারী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত নৃতাত্ত্বিক রচনাগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের দ্বারা রচিত ছিল। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৃতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে পুরুষদেরই আধিপত্য ছিল এবং সেই বিবরণীগুলিতে পুরুষকণ্ঠই শোনা যেত, যা পূর্বের আলোচনাতেই পরিষ্কার হয়। সেদিক থেকে অন্তঃপুর, মহিলা পত্রিকাতে প্রকাশিত শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু, শ্রীমতী মৃণালিনী রাহা, শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী চৌধুরী প্রমুখদের লেখার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে বলেই আমার মনে হয়। এবং নারী পত্রিকায় রচিত এই নৃতাত্ত্বিক বিবরনীগুলিও অপেশাদার লেখিকারাই লিখতেন। আর প্রাক-বিংশ শতকে বাংলায় তখনো পেশাদার নারী নৃতাত্ত্বিকদের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না। সাধারণভাবে নারী পত্রিকাগুলিতেও নৃতাত্ত্বিক বিবরনীগুলি পাঠিকাদের কাছে জ্ঞান প্রদানের ছকটাকেই প্রধানতভাবে উপস্থাপিত করেছিল। উদাহরণ হিসেবে শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুর ‘প্রাচীন বৃটন জাতি’ নামক বিবরণটি দেখি, দেখবো লেখিকার পুরুষ নৃতাত্ত্বিকদের মতোই সেসময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতর্কের ধাঁচটিকেই কমবেশী অনুসরণ করেছিলেন। লেখিকা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বর্ণনার শুরুই করছেন, কীভাবে রোমান জাতির সংস্পর্শে এসে অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার নিশীথ রজনীতে বিরাজমান বৃটন জাতি সুসভ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর তিনি এই জাতির ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছেদের বর্ণনা, তাদের খাদ্যাভাস, অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন এবং অবশেষে এই বৃটন জাতির রাজনৈতিক জীবনের কথাও স্বল্প পরিসরে লেখিকার কলমে উঠে এসেছে।[১১] বামাবোধিনী পত্রিকাতেও প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিব্বতীয় জাতির স্ত্রী পুরুষদের শারীরিক বর্ণনা, তাদের খাদ্যসংস্কৃতি, আবাস এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণকে পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। শারীরিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

> "তিব্বতীয় মহিলাগণ খর্ব্বকায়। তিব্বতে পাঁচ ফিটের অধিক দীর্ঘকায়া মহিলা প্রায় দেখা যায় না। পুরুষগণের মধ্যেও পাঁচ ফিট চারি ইঞ্চি অপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিব্বতের লোকদিগের মুখের প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাদিগের নাসিকা চ্যাপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, গন্ডদেশের অস্থি অস্বাভাবিকরূপে উচ্চ, ওষ্ঠদেশ স্থূল, কর্ণ দীর্ঘ ও স্থূল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং শরীরের গঠন প্রায় চতুষ্কোণকৃতি এবং শ্রীবিহীন।"[১২]

তিব্বতীয়দের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণকে তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে-

> "তিব্বতীয়গণ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র গাত্র ধৌত করে। অত্যাধিক শীতই ইহার কারণ। গাত্রবস্ত্র যতদিন না জীর্ণ হইয়া গলিত হয়, ততদিন এক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করে না। কিন্তু এই প্রকার শারীরিক অপরিস্কারতার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও হানি হয় না। তিব্বতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর এরূপ বলশালিনী যে, প্রায় একমণ ওজনের দ্রব্যাদি পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ করিয়া পর্ববতোপরি অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে।"[১৩]

সুতরাং এভাবেই পত্রিকাগুলি নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয় পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রায় পেশাদার নৃতাত্ত্বিকদের মতোই। অন্যদিকে এই নৃতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমেই স্বল্পশিক্ষিতা পাঠিকাদের মানুষকে চেনার বা জানার পরিধিটাকে অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছিল মাসিক এই পত্রিকাগুলি।

**নৃতাত্ত্বিক রচনা ও পাঠিকাদের পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের প্রতি উপলব্ধি নির্মাণ :**

পত্রিকায় বর্ণিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বিবরনীগুলি পাঠিকাদের কেবলমাত্র জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করে সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টা করেছিল তা কিন্তু বলা যায় না। প্রদীপ বসু তাঁর গ্রন্থে বলছেন, সেই সময়কার নৃতাত্ত্বিক বিবরণের যে ছক, তারা মোটামুটি সেই ছকই অনুসরণ করছেন, কিন্তু তাদের রচনায় এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে যা হয়তো তারা নারী বলেই লক্ষ্য করেছেন বা তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।[১৪] এ প্রসঙ্গে মহিলা পত্রিকাতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কথা বলা যায়, যেখানে পার্ব্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির চরিত্র নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখিকা পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

> "তাদের অনেকের চরিত্র বাঙ্গালী মেয়েদের চরিত্র অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহাঁরা সভ্যলোকদিগের ন্যায় কুটিলতা প্রবঞ্চনা জানে না, সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্তা ও শ্রমনিপুণা। সেই পার্ব্বত্য অসভ্য লোকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিরল। গারো, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতির কন্যাগণ বয়ঃস্থা হওয়ার পূর্বে পরিনীতা হয়না। তাহারা যৌবনকালে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছানুসারে পাত্র মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। পিতামাতা বলপূর্ব্বক স্বীয় কন্যাকে বাল্যকালে পাত্রস্থ করে না। বয়ঃস্থা খাসিয়া কণ্যাগণ যুবা পুরুষদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশামিশি করে, একত্র মিলিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে, ইতস্ততঃ বেড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কখনও স্খলন হইয়াছে আমরা এরূপ শুনিতে পাই নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। সভ্য বাঙালী যুবক যুবতীদের এরূপ সংমিশ্রণে কত বিপদের আশঙ্কা করা যায়। সর্ব্বত্র অসভ্য নারীদের মধ্যে কোনরূপ অবিরোধ ও আবরণ নাই,তাহারা মুক্তভাবে যথা-তথা গমন করে, পুরুষদিগের নিকটে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> যাইতে সঙ্কুচিত হয় না, অপর পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথাবার্তা কহে, কাজকর্ম্ম করে, কিন্তু ভাবভঙ্গিতেও কুপ্রভাব প্রকাশ করে না।”[১৫]

আবার অন্তঃপুর পত্রিকাতেও হেমন্তকুমারী চৌধুরী প্রবন্ধ লিখেছেন খাসিয়া স্ত্রী জাতি নিয়েই। যেখানে তিনি প্রথমেই লেখেন,

> “খাসিয়া নারীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারাই গৃহ সংসারের কর্ত্রী, কন্যাগণ পিতামাতার সম্পত্তির উওরাধিকারিনী। স্ত্রী লোকেরা পুরুষের ন্যায় প্রায় সকল কাজ করে, স্বাধীনভাবে সর্বত্র যাতায়াত করে। বিবাহ সম্বন্ধে পাত্র-পাত্রীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন ইচ্ছা স্ত্রী লোকে বিবাহ করিতে পারে।”[১৬]

বিংশ শতকের নারী পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখাগুলির লক্ষ্য ছিল যে নারী পাঠিকারা তা সহজেই বোঝা যায়। এবং এভাবেই পত্রিকাগুলি পাঠিকাদের বিভিন্ন জনজাতির দৈনন্দিন জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি বিশেষ করে ভিনদেশীয় নারীদের জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত করা হয়েছিল। এবং এখানেই মূলধারার নৃতাত্ত্বিক বিবরণীগুলির থেকে নারী মাসিক পত্রিকায় রচিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বিবরনীগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। যেখানে পুরুষ প্রেক্ষিত থেকে রচিত নৃতাত্ত্বিক বর্ণনাগুলিকে বিনির্মাণ করে নারীর প্রেক্ষিত থেকেই বর্ণনাগুলি পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। পূর্বসূরিদের (পুরুষ নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা) ক্ষমতা ও লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত জ্ঞানতত্ত্বকে পুনর্নির্মাণ করে নতুন ধরণের লিঙ্গগত রুপকে নির্মাণ করেছিল।[১৭] হয়তো অধুনা নারীবাদী নৃতাত্ত্বিকদের মতো করে পিতৃতন্ত্রের প্রতি আক্রমণ শানিত করতে পারেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসমস্ত মাসিক পত্রিকার বিভিন্ন নারীদের লেখা নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা কোথাও হলেও বিংশ শতকের বাংলায় আধিপত্যবাদী সেই পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতি সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল এবং সেই বোধও এই লেখালেখির মাধ্যমে সাধারণ পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করারও প্রয়াস করেছিল বলা যায়।

এ ধরণের রচনাতে ভিন দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে লেখিকারা যেন পরোক্ষভাবে নিজের সমাজের সাথেই একটা তুলনামূলক বিচারকে উপস্থাপিত করেছিল পাঠিকাদের কাছে। তাই খাসিয়া জাতির নারীদের বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে অন্তঃপুর পত্রিকাতে লেখিকা তাদের স্বাধীনতার ওপরেই বেশী দৃষ্টিপাত দিয়েছেন যা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। অন্তঃপুর পত্রিকাতেই মৃণালিনী রাহা রচিত অপর একটি প্রবন্ধ ‘বর্ম্মা-বর্ম্মী’, সেখানেও প্রায় একই ধরণের চিত্রই উঠে আসে,

> “এদেশের স্ত্রীলোকগণ স্বাধীনতার অবতার স্বরূপ। ইহারা অনেক সময় পাশ্চাত্য স্ত্রী লোকদিগের চেয়েও অধিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। বাজারে এদেশী লোকের যত দোকান আছে, স্ত্রীলোক দ্বারা চালিত। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সকল মেয়েই এবং পরেও কেহ কেহ কোন না কোন ব্যবসায় করে।”[১৮]

ভিনদেশীয় জনজাতির নারীদের বর্ণনা করতে গিয়ে নারী লেখিকারা কোথাও হলে পরোক্ষভাবে নিজেদের অবস্থার বিপরীত চিত্রগুলিকেই পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরতেন পত্রিকার মাধ্যমে, যা পুরুষ লেখকদের বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় আমরা দেখি নারীদের খুবই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত, সেই বয়সে তাদের কোনো যুক্তি-বুদ্ধির তো বিকাশ হতোই না বরং পিতার ‘জেনানা’ থেকে স্বামীর ‘জেনানা’ তে আমৃত্যু অবরুদ্ধ থেকেই যেতো। বাইরের জগৎটা থেকে ঔপনিবেশিক বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত নারীরা সম্পূর্ণভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিল।[১৯] অন্যদিকে বাংলার বিধবা নারীদেরও করুণ চিত্র উঠে আসে বিভিন্ন ঐতিহাসিক লেখায়। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেলেও বিধবা নারীদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করানো হত, তাদের জন্যে প্রাত্যহিক খাদ্য, পোশাক ও অন্যান্য দিকগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যাতে বিধবা নারীদের যৌন স্খলনকে বন্ধ করা যায়। শীতল খাদ্যের পাশাপাশি নির্জ্জলা উপবাস থাকা, এমনকি কঠোরভাবে একাদশী পালন এই বৈধব্য জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল বলা যায়। এভাবেই কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিধবা নারীদের পরিবারের অতিরিক্ত সদস্য হিসেবেই দেখে থাকতো।[২০] অন্যদিকে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীও তাঁর গ্রন্থে বলছেন, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের পর বিধবা বিবাহ আইন সম্মত হলেও, সমাজ যে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 47*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 402*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

দিয়েছিল তা কিন্তু বলা যায় না। বিধবা বিবাহের প্রতি বাংলার সমাজে একটা অনীহা ছিল।[২১] ঔপনিবেশিক বাংলার এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রাক বিংশ শতকের লেখিকারা ভিন দেশীয় জনজাতি নারীদের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ দিতে গিয়ে সেই দেশের নারী স্বাধীনতা, বিবাহ, বিধবাদের অবস্থার ওপরে তাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা অনুধাবণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রদীপ বসুর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন,

> “যে কোনো নৃতাত্ত্বিক বিবরণ পাঠকের নিজের সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। অন্য সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনের কথা শুনে মানুষ যেমন নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা বুঝতে পারে, তেমনি তার সমাজের ইতিবাচক দিকগুলিও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ইতিহাস যেমন রচিত হয় বর্তমানকে কেন্দ্র করে, বর্তমানের পরিবেশই যেমন মানুষকে ইতিহাস অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়, বর্তমানই এককথায় ইতিহাসকে নির্ধারিত করে। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলতে পারি। যে সমাজের মানুষ নৃতাত্ত্বিক বিবরণ রচনা করে, পরোক্ষভাবে সেই বিবরণে লেখকের সমাজের দ্বিধা,দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংকটের ছায়াও পড়ে। সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি নৃতাত্ত্বিক বিবরণ বস্তুত দুটি সমাজের বিবরণ একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ।”[২২]

বলাবাহুল্য এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিবরণই ঔপনিবেশিক বাংলায় নারী পাঠিকাদের মধ্যে একধরণের পরিচয়ের উপলব্ধি নির্মাণেও সহায়ক হয়েছিল। এবং অন্তঃপুর, মহিলা, বামাবোধিনীর মতো বিভিন্ন নারী মাসিক পত্রিকাগুলি সেই পরিচিতির উপলব্ধিকে সাধারণ পাঠিকাদের মধ্যে সম্প্রসারিত করেছিল। মাইথেলি শ্রীনিভাসও বলছেন, পত্রিকগুলি নারীত্বের সাথে বিভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে একটা নতুন ধরণের পরিচিতিকে নির্মাণ করেছিল অর্থাৎ একজন নারীর অন্তরস্থিত অনুভূতিটা উত্থাপন করে বৃহৎ পরিসরে ভাগ করে নিয়েছিল। এবং এভাবেই পত্রিকাগুলি নারীদের পরিচিতি নির্মাণের একেবারে পুরোভাগে উঠে এসেছিল। পাশাপাশি পরিবারের মধ্যেই নারীদের ওপর পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের প্রতি চ্যালেঞ্জও প্রদান করেছিল।[২৩]

পরিশেষে বলা যায়, এভাবেই আধিপত্যশালী জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের মধ্যে থেকে আদর্শ গৃহিণী বা আদর্শ মা হওয়ার বাইরেও যে নারীর একটা নিজস্ব পরিসর রয়েছে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকেও সেই উপলব্ধির বিকাশ ও সামাজিক মনোভাব রূপান্তরেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল নারী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত এই নৃতাত্ত্বিক রচনাগুলি। এভাবেই ঔপনিবেশিক বাংলায়, নিজের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে এধরণের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক রচনাগুলিও বাংলার পাঠিকাদেরও অপরকে জানা-বোঝার একপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করেছিল এই নারী পত্রিকাগুলি। শুধু তাই নয়, বিংশ শতকের সূচনাকালে বিভিন্ন নারী পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন গার্হস্থ্য সংক্রান্ত পাঠ্যের সাথে সাথে এই নারীদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক রচনা আধিপত্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজকেও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছিল।

## Reference:

১. Borthwick, Meredith, *The Changing Role of Women in Bengal,1849-1905,* Princeton, Princeton University Press, 1984, pp. 26-108

২. Banerjee, Himani, “Fashioning a Self: Educational Proposals for and by Women in Popular Magazines in Colonial Bengal”, *Economic and Political Weekly,* Oct 26,1991, pp. 26-62

৩. এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একাধিক ইংরেজদের রচনায় ভারতীয় জনজাতির ইতিহাস পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, Risely, H.H, *The Tribes and Caste of Bengal*, Calcutta, Bengal Secretarit Press, 1891., Radcliffe-Brown, A.R, *The Andaman Islanders: A Study in Social*

*Anthropology*, Cambridge University Press,1992., Thrurston, Edgar, *Castes and Tribes of Southern India*, USA, BiblioLife,2009., এছাড়াও উইলিয়াম ক্রুকের উওর ভারতের জনজাতি বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রয়েছে, যথা- *The North-Western Provinces of India: Their History, Ethnology and Administration* (London, Methuen & Co., 1897), *Annals and Antiquities of Rajasthan or The Central and Western Rajput States of India* ( London, Oxford University Press,1920) প্রভৃতি গ্রন্থ।

৪. বসু, প্রদীপ,*বাংলাভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ভাবনার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭

৫. ঘোষ, দীপঙ্কর, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* কলকাতা, অমরভারতী, ২০০০,পৃ. ২২২-২২৪

৬. মজুমদার, কেদারনাথ, কুকিদিগের বিবরণ, *নব্যভারত পত্রিকা,*বিংশ-খন্ড,২য়-সংখ্যা,জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯/জুন ১৯০২, পৃ. ৬৫

৭. তদেব, পৃ. ৬৮

৮. রায়, শরৎচন্দ্র, ছোটোনাগপুরের ওঁরাও জাতি, *প্রবাসী পত্রিকা,* ১৩শ ভাগ, ১ম-খন্ড, আষাঢ় ১৩২০/ জুলাই ১৯১৩, পৃ. ২৯৪-২৯৯

৯. Rogers, Susen Carol, “Woman’s Place: A Critical Review of Anthropological Theory”, *Comparative Studies in Society and History,* Cambridge University Press, Jan,1978, Vol.20, No.1, pp. 123-162

১০. Ardener, Shirley, “The Social Anthropology of Women and Feminist Anthropology”, *Anthropology Today*, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Oct, 1985, Vol. 1, No. 5, pp. 24-26

১১. বসু, শ্রীমতী লজ্জাবতী, প্রাচীন বৃটন জাতি, *অন্তঃপুর পত্রিকা,* ৬ষ্ঠ-বর্ষ, ৩য়-সংখ্যা,আষাঢ় ১৩১০/ জুলাই ১৯০৩, পৃ. ৪৯-৫৪

১২. অজ্ঞাতনামা, তিব্বত, *বামাবোধিনী-পত্রিকা,* ৪১-বর্ষ, ৪৮৫-৮৬সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩১০/জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী ১৯০৪, পৃ. ২৯১-২৯২

১৩. তদেব, পৃ. ২৯১-২৯২

১৪. বসু, প্রদীপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১৫. প্রি-, শ্রীমতি, পার্বত্য অসভ্য রমণীদের চরিত্র, *মহিলা পত্রিকা,* ১২শ-ভাগ, ৫ম-সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩/ ডিসেম্বর ১৯০৬, পৃ. ১১৪-১১৫

১৬. চৌধুরী, শ্রীমতি হেমন্তকুমারী, খাসিয়া জাতি, *অন্তঃপুর পত্রিকা,* ৪র্থ-বর্ষ, ৫ম-সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩০৮/মে ১৯০১, পৃ. ১১৩-১১৬

১৭. Walter, Lynn, “Feminist Anthropology?” *Gender and Society,* Sage Publication, Inc, Jun, 1995, Vol.9, No.3, pp. 272-288

১৮. রাহা, শ্রী মৃণালিনী ,বর্ম্মী-বর্ম্মা ,*অন্তঃপুর পত্রিকা,* ৬ষ্ঠ- ,বর্ষ৮মসংখ্যা-, অগ্রহায়ণ ১৩১০/ সেপ্টেম্বর ১৯০৩, পৃ. ১৭৮

১৯. চক্রবর্তী , সম্বুদ্ধ, *অন্দরে অন্তরেঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা,* কলকাতা, স্ত্রী, পৃ. ৪৮

২০. Chakraborty, Aishika, “The Widow As "BRAHMACHARINI": A "NEW" Solution?”, *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 63 (2002), pp. 909-917.

২১. চক্রবর্তী , সম্বুদ্ধ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২২. বসু, প্রদীপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

২৩. Sreenivas, Mytheli, “Emotion, Identity, And The Female Subject: Tamil Women’s Magazines in Colonial India,1890-1940,” *Journal of Women’s History,* John Hopkins University Press Vol.14, No.4, winter, 2003, pp. 74-75